মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে, জেলার বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দের আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোফাজ্জেল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ সময় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আনেয়ার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আঃ মজিদ পাতান, বীর মুক্তিযোদ্ধা তৌফিক আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর রহমান প্রমুখ।

এসময় বক্তারা বলেন, মুক্তিযোদ্ধার সংজ্ঞা বিস্তৃত। দেশ ও জাতি সবার উপরে থাকবে। ইসলামিক সরকার, অনইসলামিক সরকার বা হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টানদের মিলিত সরকার যেই আসুক না কেন, মুক্তিযোদ্ধারা সর্বদা সবার উপরে থাকবেন।

এছাড়াও এসময় বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন অর রশিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তৌফিক আলী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল থেসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা দুলাল উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা তৈয়ব আলীসহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর সীমান্তে ৯

বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করলো বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে মেইন পিলার ১০৫-এর নিকটে শূন্য লাইনে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিরা হলেন— ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার ওদুদ শেখের ছেলে আবু সাইদ (৪৫), তার স্ত্রী বিউটি বেগম (৪০), ছেলে সম্রাট
(৭) ও মেয়ে শিমলা আক্তার (১১), ফরিদপুর নগরকান্দা থানার বদিরুজ্জামান (৩৯), তার স্ত্রী ডলি (৩৫), মেয়ে লামিয়া আক্তার (৬), ছেলে আলী আকবার (৪) ও মেয়ে ছাদিয়া আক্তার (১.৫)।

বিজিবি জানায়, পতাকা বৈঠকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের মুজিবনগর কোম্পানি কমান্ডার আবুল বাশার এবং ভারতের হৃদয়পুর ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার সজল কুমার গাঙ্গুয়া উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে পূর্বে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা এই ৯ বাংলাদেশিকে বিএসএফ বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানান, সীমান্তের বিভিন্ন পথ দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে উড়িষ্যা রাজ্যে বসবাস করছিলেন। পরে বিএসএফ তাদের মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়ক হয়ে এনে বিজিবির হাতে তুলে দেয়।

ফেরত আসা সবাইকে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দুই মাস ধরে পানিবন্দী শতাধিক পরিবার

মেহেরপুরে চলতি বর্ষায় অতিবৃষ্টিতে পানির নিচে ডুবে গেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রাম। প্রায় দুই মাস ধরে জলাবদ্ধতায় বন্দী হয়ে পড়েছেন এই গ্রামের তিন শতাধিক পরিবার। ভুক্তভোগীদের দাবী পানি নিস্কাশনে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও কালভার্ট নির্মাণের। এতোদিন খোজ না নিলেও ইউপি চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন আশ্বাস দিয়েছেন অল্পদিনের মধ্যে বিষয়টি সূরাহা করা হবে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, বাড়ির চুলা, টয়লেট এমনকি পানির একমাত্র উৎস টিউবওয়েল পর্যন্ত পানির নিচে। রান্না করতে না পেরে কেউ কেউ শুকনো খাবারেই কাটাচ্ছেন দিন। অনেকে আবার বাধ্য হয়ে চলে গেছেন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে। এসব পরিবারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে শিশুদের। রাস্তা পানির নিচে থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন আর বেরোতে পারে না। স্কুলে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নেমে এসেছে আশঙ্কাজনক হারে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্তবর্তী রাস্তায় কোনো কোনো কালভার্ট না থাকা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় এই দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। পানি বের হওয়ার পথ নেই।

দীর্ঘদিন পানিবন্দী থাকায় চর্মরোগসহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়ছেন নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশু। দ্রুত পানি নিস্কাশনের উদ্যোগ না নিলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। এদিকে পানির দুর্গন্ধে মশা মাছির উপদ্রব বেড়েছে কাজিপুর মিলেটারি পাড়ায়। পানিতে চলাচল করে অনেকের পায়ে দেখা দিয়েছে চর্মরোগ। তবে এখনও পানিবন্দী মানুষের পাশে দাড়াইনি সরকারি-বেসরকারি কেউ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কেউ তাদেও খোজখর না নেয়ায় হতাশ ভুক্তভোগীরা। তবে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের দাবী করেন পানিবন্দী পারিবারগুলি।

এবিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ফারুক হোসেন জানান, ইউনিয়ন পরিস্থিতি

সমন্ধে পর্যবেক্ষণ করেছি। ইউএনও’র সাথে পরামর্শ করে এই জনদূর্ভোগ লাঘবে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুহা: আলম হুসাইন বলেন, বিষয়টি আমি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেছি। খুব দ্রুতই একটি সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ড্রেন ও কালভার্ট নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, আমি মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রতিবেদকের কাছ থেকে পানিবন্দীর বিষয়টি জানতে পেরে উক্ত কাজিপুর গ্রামে সরেজমিনে গিয়ে দেখে এসেছি। অনেক পরিবারই এখনও পানিবন্দী। দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম ব্র্যাকের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। গতকাল বুধবার সদর উপজেলার মদনাডাঙ্গা বাজার এলাকায় ব্র্যাকের যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় প্রায় ৪০ জন অংশগ্রহণকারীর সাথে মতবিনিময় করে তিনি টিবি, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। পাশাপাশি বাল্যবিবাহ, মাদক, মোবাইল ফোনের অপব্যবহার ও সড়ক নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা করেন। বিশেষভাবে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে কফ পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি।

পরিদর্শন শেষে ইউএনও খায়রুল ইসলাম ব্র্যাকের রিডিং গ্লাস কর্মসূচি ও মেহেরপুর সদর এরিয়া অফিস ঘুরে দেখেন। তিনি ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ও এর সাফল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ব্র্যাক জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, আরএম

(দাবি) নাজমুল হুসাইন, এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) নুরুন্নাহার পান্না, এরিয়া ম্যানেজার (প্রগতি) মোঃ আইয়ুব আলী, উপজেলা একাউন্টস ম্যানেজার সমীর কুমার বিশ্বাস, ডিএম (টিবি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম) অচিন্ত কুমার বোসসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

মুজিবনগরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও তারুণ্যের উৎসব ফুটবল টুর্নামেন্টে বাগোয়ান চ্যাম্পিয়ন

মুজিবনগরে জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও তারুণ্যের উৎসব ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে দারিয়াপুর ফুটবল খেলার মাঠে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলায় একদিকে অংশগ্রহণ করেন বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ এবং অন্য দিকে অংশগ্রহণ করে মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ খেলায় বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ ৩-১ গোলে মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বিজয় দলের জিহাদ, মিনারুল শেখ ও অমিত একটি করে গোল করেন অপরদিকে পরাজিত দলের রিফাত ১ টি গোল পরিশোধ করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও তারুণ্যের উৎসব ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন, মুজিবনগর থানার তদন্ত অফিসার জাকির হোসেন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের

প্রশাসক রকিব উদ্দিন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার হাসনাইন জাহিদ, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য জহিরুল ইসলাম, হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

খেলাটি পরিচালনা করেন, গাংনী থেকে আগত রেফারি মাহবুব হোসেন। সহকারী হিসাবে ছিলেন, টুটুল এবং পারভেজ। খেলার ধারাভাষ্যকার হিসেবে ছিলেন, শাহার আলী ও শামিম শিশির। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন মহাজনপুর ইউনিয়ন একাদশের খেলোয়াড় রিফাত, ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশের খেলোয়াড় জিহাদ এবং সেরা গোলকিপারের পুরস্কার পেয়েছেন বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশের গোলকিপার প্রিতম।

উল্লেখ্য যে মাদক, নেশা ও জুয়া মুক্ত যুব সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এবং যুবকদের খেলামুখী করতে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ড পর্যায়ে থেকে বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রত্যেক ইউনিয়নে ২টি করে টিম গঠন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ের খেলায় নকআউট পর্যায়ে চারটি ইউনিয়নের আটটি দল অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন পর্যায়ের আটটি দল থেকে খেলোয়াড় বাছাই করে পরবর্তীতে উপজেলা টিম গঠন করা হবে।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির ৩১ দফা দাবিতে গণসংযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিএনপির ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

এ সময় তিনি বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর, ইছাখালী ও ঝাঁঝা গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “নির্বাচন নিয়ে এনসিপির নেতা বলেছেন ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না। বর্তমান সরকার নির্বাচন নিয়ে তালবাহানা করতে পারে। তাই আমাদের সকলকে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।”

গণসংযোগে জেলা বিএনপির সদস্য আনহারুল হক, হাফিজুর রহমান হাফী, মীর ফারুক, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, বুড়িপোতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, আমদহ ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, সাবেক সদর থানা যুবদল সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এভাবে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ চালিয়ে জনগণকে ৩১ দফা দাবির বিষয়ে অবহিত করা হবে।

মুজিবনগরে ৪ বাংলাদেশিকে ঠেলে দিল বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পুশইন করেছে। পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

বুধবার বেলা ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন যশোর কোতোয়ালি থানার মৃত মশিয়ার রহমানের ছেলে তাহাজ্জেল হোসেন (৩৫), সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ থানার হারান সরকারের স্ত্রী সুলতা সরকার (৪২), সাতক্ষীরা শ্যামনগর থানার মহিদুল

ইসলামের স্ত্রী মনোয়ারা (৩৫) এবং মাদারীপুর রাজৈর থানার ধ্রুব বারুরীর স্ত্রী তৃপ্তী বারুরী (৩৫)।

স্থানীয় সূত্র ও মুজিবনগর থানা পুলিশ জানিয়েছে, বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছিল। সাজা ভোগ শেষে বুধবার সকালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে তাদেরকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ চারজনকে বিএসএফ সীমান্ত পার করে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
তাদেরকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। নাগরিকত্ব যাচাই শেষে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে নির্মাণাধীণ কাজে জটিলতা নিরসনে গঠিত কমিটির পরিদর্শন

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের প্রানকেন্দ্র বড়বাজার এলাকার নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে।

ফলে গাংনী উপজেলাবাসির দুভোর্গ বেড়েছে। রাস্তার নির্মাণ কাজ বন্ধ থাকায় গাংনী বড়বাজার এলাকায় ছোট বড় দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বেশ কয়েকটি। এতকিছুর পরেও রাস্তার এই অংশটি নির্মাণের কোনো উদ্যোগে গ্রহণ করেনি সড়ক বিভাগ।

জানা গেছে, সড়ক বিভাগের নিজস্ব জায়গা অজ্ঞাত কারণে প্রভাবশালী মহলের কাছে রেখে জেলা পরিষদের জায়গা দখলের অপচেষ্টা করছেন সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান।

একটি সূত্র মতে জানা গেছে, ইতোপূর্বে সড়ক বিভাগ গাংনী উপজেলা

শহরের সড়ক বিভাগের উপর স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করে মাইকিং করলেও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেনি। ফলে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কোটি কোটি টাকার সম্পদ অবৈধ দখলে নিয়ে চারতলা বিল্ডিং তৈরী করে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের উৎস তৈরী করেছে একটি প্রভাবশালী মহল।

এদিকে সড়ক ও জনপথ বিভাগের নিজস্ব জায়গা অবৈধ দখলমুক্ত না করে উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান জেলা পরিষদকে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে জেলা পরিষদের জায়গা দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এসব ঘটনায় ইতোমধ্যে জায়গার মালিকানা নির্ধারণে উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত টিম গত সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলা শহরে আসেন। তদন্ত টিমের প্রধান ছিলেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, সদস্য হিসেবে ছিলেন, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড ইকুইজেশন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রতিনিধি ও মেহেরপুর সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী। এসময় গাংনী বাজারের বিশিষ্ট জন, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

সড়ক বিভাগের সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী (এসডি) মিজানুর রহমান বলেন, আমরা যৌথভাবে তদন্ত করেছি। এই তদন্ত টিমের প্রধান রিপোর্ট লিখবেন। সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে যত দ্রুত সম্ভব যৌথ পরিমাপ করে বিষয়টি চুড়ান্ত করার জন্য সুপারিশ করবেন। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের দাবি একটা প্লট, আর আমাদের দাবি আরেকটা প্লট। আসলে ওদের (জেলা পরিষদের) কাগজপত্র যেটা ওদের কাগজপত্র অনুযায়ী ওদের প্লট যেটা আমরা সেটা চাইনি। আমরা যেটা চাচ্ছি জেলা পরিষদ সেটা মানছেন না। এসডি মিজানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনারা নিজেদের জমি চাইলে জেলা পরিষদ মানবেনা কেনো? এব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা আমাদের জমি চাচ্ছি, জেলা পরিষদের আটকানোর বিষয়ও না, কিন্তু তারা যৌথ পরিমাপ করছেনা। যৌথ পরিমাপ করলেই তো বোঝা যেতো এটা আমাদের নাকি তাদের প্লট।

সড়ক বিভাগের জায়গা ফেলে রেখে জেলা পরিষদের জমিতে যেতে চাচ্ছেন কেনো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এব্যাপারে কোনো কথা বলার এখতিয়ার আমার নেই। আমি কোনো কথা বলবোনা। এটা এখন ডিডি সহ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিষয়। তারা জ্যান্ডিলিংখ করছে আপনি তাদের কাছে প্রশ্ন করেন।

মেহেরপুরে বিএনপির ৩১ দফা দাবির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

মেহেরপুরের শহরে ও আহমদ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে বিএনপির ৩১ দফা দাবি জনগণের মাঝে প্রচারের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিকেলে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

তিনি পন্টের ঘাট, বামনপাড়া, বন্দর ও চকশ্যামনগর গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের হাতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং মতবিনিময় করেন।

এ সময় কামরুল হাসান বলেন, আমরা জাতীয়তাবাদী আদর্শের দল, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ দল, সামনে যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আমাদের প্রিয় নেতা, ১৮ কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবে, ইনশাল্লাহ।

তিনি আরো বলেন, কোন কারণে ভোট যদি এই সরকার বিলম্বিত করতে চায়, তাহলে আপনাদের সকলকে রাস্তায় নেমে ভোট আদায় করে ছাড়তে হবে। আমরা চাই এদেশে গণতন্ত্র আসুক, সমস্ত মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করুন, সংবিধানে যেসব চাওয়া-পাওয়া আছে, সেভাবে জীবন যাপন করুক। এই ফ্যাসিস্টের যতদিন না পর্যন্ত এই বাংলাদেশের মাটিতে বিচার কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা রাস্তায় থাকবো।

গণসংযোগে জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান ছাতু, মীর ফারুক হোসেন, জেলা বিএনপির সদস্য সাবেক পিপি আবু সালেহ নাসিম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, সাবেক সদর থানা যুবদলের সভাপতি হাসিবুল ইসলাম স্বপনসহ

স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতারা জানান, দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এভাবে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ চালিয়ে জনগণকে ৩১ দফা দাবির বিষয়ে অবহিত করা হবে।

মেহেরপুরের আমদহে গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ

মেহেরপুরের আমদহ ইউনিয়নের আমদহ, বামনপাড়া ও চকশ্যামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ১,৫০০ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রোপণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং ইউথ ফোরাম মেহেরপুরের যৌথ উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ ও ইউথ ফোরামের সদস্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, গাছ পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ছোটবেলা থেকেই শিশুদের মধ্যে গাছ লাগানোর অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাতে চারা তুলে দিয়ে তাদের পরিবেশ সচেতন করে তোলা হয়েছে।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুধু বিতরণ নয়, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফলজ, বনজ ও ভেষজ গাছও রোপণ করা হয়। আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে গাছের চারা বিতরণ ও রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে চারা বিতরণ করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ কাজল রেখা, প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ ও চাঁদতারা।